কালের কণ্ঠ

বিশ্লেষণ

সাফল্যের পেছনে ইংরেজি ও গণিত

আব্দিজুল পারভেজ ও
শরীফুল আলম সুমন ▶

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে যুদ্ধে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিল। উপর্যুপরি হরতালের কারণে পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে পরের দিনের পরীক্ষা হবে কি না তাও জানা ছিল না তাদের। শঙ্কা ছিল। রাজনৈতিক এই অস্থিরতার প্রভাবে এবার সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ছন্দপতন ঘটতে পারে। কিন্তু সব শঙ্কা দূর করে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে শিক্ষার্থীরা। ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৮

সাফল্যের পেছনে ইংরেজি ও গণিত

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার সব স্তরেই এবার ফলাফল ভালো হয়েছে।

পরীক্ষার্থীদের এই সাফল্যের জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম ওয়াহিদুজ্জামান তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। পড়ালেখার প্রতি শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মনোযোগ বৃদ্ধি, পরীক্ষাভীতি হ্রাস এবং সৃজনশীল পদ্ধতিতে অভ্যস্ততা বৃদ্ধি। তাঁর মতে, স্থিতিশীল পরিবেশে পরীক্ষা হলে এবার ফল আরো ভালো হতো।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বিগত এইচএসসি পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার জন্য রাজনৈতিক কর্মসূচিকে দায়ী করা হয়েছিল; এবারও সে একই পরিস্থিতি ছিল, তারপরও ফল ভালো হয়েছে; বিষয়টি কিভাবে দেখছেন। জবাবে তিনি বলেছেন, 'শিক্ষার্থীদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি জয় হয়েছে। তা ছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে ভালো করার সুযোগ আমরা তৈরি করে দিয়েছি। তারই সুফল পাওয়া যাচ্ছে।'

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলে এবার ইংরেজি ও গণিত বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীরা এই দুটি বিষয়ে পরীক্ষায় ভালো করায় ফলাফলে ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে। সিলেট ও কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড ছাড়া আর সব বোর্ডের শিক্ষার্থীরা গতবারের তুলনায় এবার ইংরেজিতে ভালো করেছে। ইংরেজি বিষয়ে ঢাকা বোর্ডে পাসের হার গতবার ছিল ৮৮.৬২%, এবার ৯১.৭৮%। রাজশাহী বোর্ডে গতবার ৮৬.৬২% হলেও এবার ৯৪.৩৮%। এ বিষয়ে পাসে হার গত বছরের তুলনায় যশোর বোর্ডে ৩.৩৯%, চট্টগ্রামে ৪.৩%, বরিশালে ১.৬৯%, দিনাজপুরে ৩.৫৫% বেড়েছে।

গণিত বিষয়েও গতবারের তুলনায় এবার ভালো করেছে শিক্ষার্থীরা। এ বিষয়ে পাসের হার গত বছর ঢাকা বোর্ডে ছিল ৯১.০৭%, এবার ৯৪.৭৮%; রাজশাহীতে গতবার ছিল ৯২.৬৮%, এবার ৯৬.৪৯%। যশোর বোর্ডে গতবার ছিল ৮৬.৭১%, এবার ৯২.৮৩%। এভাবে সব বোর্ডের শিক্ষার্থীই ভালো করেছে।

একজন শিক্ষার্থী মোট ১১টি বিষয়ের মধ্যে এবার পাঁচটি বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিয়েছে। বাংলা প্রথমপত্র, বিজ্ঞান/সাধারণ বিজ্ঞান, ধর্ম শিক্ষা, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং ঐচ্ছিক বিষয় সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিয়েছে তারা। এই সৃজনশীল পদ্ধতির বিষয়গুলোতে পাসের হার গতবারের তুলনায় কিছুটা হলেও বেড়েছে।

এবারের ফলাফলে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে—জিপিএ ৫ বৃদ্ধি। তা বেড়েছে প্রায় চার গুণ। জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় ২০১৩ সালে জিপিএ ৫ বেড়েছে এক লাখ ২৫ হাজার ২৬৫ জন। প্রথমবারের মতো ঐচ্ছিক বিষয় যুক্ত হওয়ার কারণেই এই ফল এসেছে। ফলাফলের ক্ষেত্রে মেয়েদের সাফল্য কিছুটা হলেও বেড়েছে। প্রতি বছরই বাড়ছে মেয়েদের অংশগ্রহণ। ২০১২ সালের জেএসসি ও জেডিসিতে আট লাখ ৩৭ হাজার ১১৮ জন ছাত্রী অংশ নিয়েছিল। এ বছর অংশ নিয়েছে আট লাখ ৮১ হাজার ৬৬৩ জন। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বেড়েছে ৪৪ হাজার ৫৪৫ জন। একই সঙ্গে মেয়েদের ফলাফলের উন্নতি হয়েছে। গত বছর শুধু মেয়েদের পাসের হার ছিল ৮৬.০৪%। এ বছর পাসের হার ৮৯.৬৭%। এ বছর ছেলেদের তুলনায় মেয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও বেশি। এ বছর ছেলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাত লাখ ৯৩ হাজার ৪৪৬ জন। জিপিএ ৫ প্রাপ্তির দিক থেকেও মেয়েরা এগিয়ে। যদিও সামগ্রিক ফলাফলে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সংশ্লিষ্টদের মতে, ২০১৩ সালের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের পেছনে অন্যতম ভূমিকা রেখেছে বছরের প্রথম দিনে বিনা মূল্যের বই বিতরণ এবং মেয়েদের উপবৃত্তি। গ্রামের শিক্ষার্থীদের আগে যেখানে বই কিনতেই দুই-তিন মাস পেরিয়ে যেত, সেখানে এখন বছরের প্রথম দিনেই তারা বই হাতে পাচ্ছে। ২০১৪ সাল থেকে শুরু হওয়া শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবতেদায়ি ও দাখিলের তিন কোটি ৭৩ লাখ ৬৭২ শিক্ষার্থীর জন্য এবার ২৯ কোটি ৭৪ লাখ ৭৩ হাজার ২৮৬টি বই ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্কুলে পৌঁছে গেছে। অভিভাবকেরা জানান, এখন শুধু খাতা-কলম কিনে দিলেই চলে। সৃজনশীল পদ্ধতি হওয়ায় প্রাইভেট পড়ার খরচেরও অনেকটা কমেছে। কমেছে গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরতা। অন্যদিকে মেয়েদের উপবৃত্তির আওতা বাড়ানোয় খাতা-কলম কেনা এ টাকা থেকেই সম্ভব বলে জানিয়েছেন অধিকাংশ অভিভাবক।